চারণ সিরিজ. ৫

রাশিয়ার কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রাশিয়ার কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নবজীবন সংঘ
৪নং ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা

নবজীবন সংঘ
৪নং ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৫

মূল্য চারি আনা

প্রিণ্টার—শ্রীনলিনীরঞ্জন দে
জুবিলী প্রেস
৫১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

সবহারাদের গান (৩য় সংস্করণ)	...	...	॥০
রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ	...	...	১৲
অগ্রদূত	...	...	১৲
মনের খেলা	...	...	১৲
কমিউনিজ্‌ম্‌	...	...	৸০
স্বর্গের ঠিকানা	...	...	৸০
মরুজয়ের সেনা	...	...	॥০
ঘরের মায়া	...	...	।৶০
মানুষের অধিকার (২য় সংস্করণ)	...	...	।০
সভ্যতার ব্যাধি	...	...	৶১০
ত্রয়ী	...	...	৶০
অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ	...	...	৶০
বঙ্কিমের স্বপ্ন	...	...	৶০
বন্দীর উক্তি	...	...	৵০

ভূমিকা

সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে সিডনে ওয়েব (Sidney Webb) লিখেছেন,……I would say that at the close of the year 1936, when nearly all the world seems staggering towards social and economic catastrophe, the U. S. S. R. stands out from every other country as supremely the Land of Hope. সারাপৃথিবী যখন মাতালের মত টলতে টলতে ধ্বংসের মাঝে বিলীন হ'তে চলেছে তখন একমাত্র রাশিয়ায় ওয়েব দেখতে পেয়েছেন আশার নূতন আলো। নূতন নূতন অধিকারের দ্বারা মানুষের আত্ম-প্রকাশের পথকে প্রশস্ত করবার কাজে রাশিয়াই আজ অগ্রণী। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার বিদ্রোহীরা যখন স্বাধীনতার বাণীকে (Declaration of Independence) ঘোষণা করেছিলো দিগ্‌দিগন্তে, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে মানুষের অবাধ অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিতে তাদের মনের মধ্যে কোনও কুণ্ঠার উদয় হয়নি। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জাতি মানুষের অধিকারগুলির কথা যখন নূতন ক'রে ঘোষণা করলো তখন তার কণ্ঠেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদের স্বর শোনা গেলো না। তখনকার দিনে লোকের মনে ধারণা ছিলো, ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা না থাকলে মানুষ সমাজের সম্পদবৃদ্ধির জন্য কোনো কাজ করবে না। ১৯৩৬ সালে রাশিয়া যে রাষ্ট্ররূপ তৈরী করলো তার মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখলাম স্বাধীনতার নূতন জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। রাশিয়া ঘোষণা করলো, বিনাকারণে মানুষকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারবে না—কেবল এইটুকু অধিকার তার আত্মপ্রকাশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। যে কাজ মানুষ করবে তার পরিবর্ত্তে সে যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাবে—এই অধিকারের দ্বারাও তার কল্যাণকে সুরক্ষিত করতে হবে। মেয়েরা যাতে অনায়াসে মাতৃত্বের গুরুভার বহন করতে পারে তারও ব্যবস্থা চাই। বিশ্রাম করবার নির্দ্ধারিত সময় দিতে হবে সবাইকে। ছুটির সপ্তাহগুলির

জন্য সবাই পাবে পুরা বেতন। লেখাপড়া শেখবার অধিকার পাবে সবাই। তার জন্য কাউকে ঘর থেকে পয়সা ব্যয় করতে হবে না। জীবনের সকল অবস্থাতেই মানুষ যাতে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে, তার জন্য তাকে যথেষ্ট আর্থিক সুবিধা দান করতে হবে।

স্বাধীনতার দেবীকে মেঘলোক থেকে মাটিতে নামিয়ে এনেছে রাশিয়া। অল্পদরে জিনিষপত্র কিনে বেশীদরে সেগুলি বিক্রয় ক'রে অনেক টাকা কামাই করবো, সেটী করবার যো নেই রাশিয়ায়। মজুর খাটিয়ে তার পরিশ্রমের ফলকে বিক্রয় করবো নিজের পকেট ভরবার জন্য, এই exploitationএর মূলেও কুঠারাঘাত করেছে রাশিয়া।

রাশিয়ার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করবার আজ প্রয়োজন এসেছে পৃথিবীতে। সে দৃষ্টান্তকে অবহেলা করলে মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। আমাদের দেশ আজ নূতন আর পুরাতনের সন্ধিস্থলে অবস্থান করছে। কি তার পথ, কোথায় তার কল্যাণ, ভালো ক'রে জানবার সৌভাগ্য আজও তার হয়নি। রাশিয়া থেকে হালের আমদানি কতকগুলি থিওরিকে আমরা উদরস্থ করেছি মাত্র। মানব-সভ্যতাকে রূপান্তরিত করবার যে নূতন সাধনায় সে ব্রতী হয়েছে তাকেও জানবার একান্ত প্রয়োজন আছে। 'রাশিয়ার কথা' সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির পথে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারে। যাঁদের বই থেকে এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হ'য়েছে তাঁরা হ'চ্ছেন প্রথিতযশা সিড্‌নে এবং বিয়াট্রিস ওয়েব। নব্বুই-এর কাছাকাছি এসে এই বৃদ্ধ দম্পতী অশেষ পরিশ্রম ক'রে লিখেছেন Soviet Cmmunism: A New Civilisation? এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি দিগদিগন্তে যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি করেছে তারই কল্লোলধ্বনির একটিক্ষীণ সুরকে বহন ক'রে আনলাম বঙ্গ বাণীব কমলবনে। পাঠক-পাঠিকার কানে এ সুর ভালো লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১৯. ৪. ৩৮.

রাশিয়ার কথা

১

রাশিয়ার জমিদারী এবং মহাজনী প্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হোলো সমাজের সর্ব্বসাধারণের অধিকার। ইহা ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব্ব চমকপ্রদ ঘটনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাসকে নূতন ক'রে গড়তে গিয়ে একটা অভিনব সমস্যা দেখা দিলো সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণধারগণের সম্মুখে। লেনিন আর তাঁর সহকর্ম্মীরা ভেবেছিলেন, নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় লোকে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে। তাঁদের ধারণা বদলে গেল। কাজ চলতে লাগলো বটে কিন্তু ঢিমে-তেতালায়। রাশিয়ার শ্রমিকেরা আর কৃষকেরা এতদিন কাজ ক'রে এসেছে যাদের যন্ত্র হ'য়ে তাদের কর্ম্মে প্রেরণা দিতো প্রচুর ঐশ্বর্য্যের কামনা। টাকার লোভে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের দল এতকাল সম্পদকে সৃষ্টি ক'রে এসেছে। সেই জমিদারীর আর মহাজনীর অবসান ঘটলো

যখন, তখন সম্পদ-সৃষ্টির পুরাতন প্রেরণারও আর অস্তিত্ব রইলো না।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না। প্রত্যেক ছেলে মনে করে, মা যখন আমার একার মা নয়, তখন দায়িত্বও আমার একার নয়। এইভাবে আপন আপন দায়িত্বকে ছোটো ক'রে দেখবার ফলে শেষ পর্য্যন্ত জননীর মৃতদেহ গঙ্গার ঘাটে গিয়ে আর পৌঁছায় না! রাশিয়ার সম্পদ-সৃষ্টির উপাদানগুলি যখন ধনীদের হাত থেকে সর্ব্বহারাদের হাতে গিয়ে পড়লো, তখন তাদের অবস্থাও হোলো ভাগের মায়ের মত। জমি যখন একার জমি নয়, ভাগের জমি,—সেই জমির উৎপন্ন ফসল যখন একার হবে না, সকলের হবে—তখন কি হবে ফসল ফলাবার দায়িত্বকে এত বেশী বড় ক'রে দেখে? যেমন তেমন ক'রে দিন কেটে গেলেই হোলো। যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও এই ঔদাসীন্য একটা সংক্রামক ব্যাধির মত দেখা দিলো। বারোয়ারী সামগ্রী বে-ওয়ারিশ সামগ্রীর মতই সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হোতে লাগলো। যা কারও একার সম্পত্তি নয়, সরকারী সম্পত্তি—কে মাথা ঘামাবে তার জন্য? যন্ত্রপাতি অবহেলায় নষ্ট হোতে লাগলো। উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও ক্রমশঃ কম্‌তে আরম্ভ করলো, উৎকৃষ্ট মাল দিনে দিনে দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠলো। কর্ম্মে এই যে দায়িত্ব-বোধের অভাব, সরকারী যন্ত্রপাতির প্রতি এই যে দরদের দৈন্য—বলশেভিকদের ভাষায় এই ব্যাধিকে বলা হ'য়ে থাকে, depersonalisation। মার্ক্সবাদীরা ধনতন্ত্রের

উচ্ছেদের উপরে সমস্তটুকু জোর দিতে গিয়ে এই ব্যাধিকে গণনার মধ্যে আনেন নি।. তাঁরা মনে করেছিলেন, সমাজের কল্যাণ-চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে প্রত্যেকেই সাধ্যমত সম্পদের প্রাচুর্য্যকে সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হবে। কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করবে না কেউ। আশা যখন ফলবতী হোলো না, তখন তাঁরা সন্ধান করতে লাগলেন সেই নূতন প্রেরণার—যা লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষককে অনুপ্রাণিত ক'রবে দৈন্যের মাঝে সম্পদের প্রাচুর্য্যকে আনতে। এই নূতন প্রেরণার উৎস কোথায় ?

লেনিন ছিলেন বাস্তববাদী পুরুষ। থিয়োরীর কল্পলোকে বিচরণ করবার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, classless society সৃষ্টি করতে হ'লে বহু ধৈর্য্য এবং বহু তপস্যা চাই। শ্রমিক আর কৃষকেরা যে উপাদানে তৈরী হ'য়ে এসেছে, তা দিয়ে নূতন সমাজ তৈরী করা অসম্ভব। মানুষকে নূতন ক'রে তৈরী করতে হবে আর তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন। নতুন মানুষ ধূলার উপরে বানাবে সেই নতুন স্বর্গ যাকে সাম্যবাদীরা বলেন, classless society. কিন্তু নতুন মানুষ তৈরী করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তার জন্য অপেক্ষা করবার সময় কোথায় ? আপাতত যে ষোলো কোটী শ্রমিক ও কৃষক হাতের কাছে সশরীরে বিদ্যমান, তাদের দ্বারাই দৈন্যকে প্রাচুর্য্যে রূপান্তরিত করতে হবে। এই ষোলো কোটী মানুষ এতকাল রাষ্ট্র, জমিদার আর মহাজনদের কাছ থেকে পেয়ে

এসেছে বঞ্চনা আর আঘাত। নিজে কোন রকমে বেঁচে থাকা এবং স্ত্রীপুত্রকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখা—এর চেয়ে বড় কোন আদর্শ তাদের জীবনে কখনো স্থান পায় নি। জীবন-সংগ্রামে টি'কে থাকবার জন্য যেন তেন প্রকারেণ যা-কিছু পাওয়া যায়, তাকেই আঁকড়ে ধরেছে মুঠার মধ্যে। দেবার বেলায় জমিদার আর মহাজনকে নেহাত যেটুকু মেহনত না দিলে নয়, তাই দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছে, তাদের পক্ষে নিজের অবস্থার উন্নতি কামনা করা নিতান্তই স্বাভাবিক। মানুষের স্বভাবের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে লেনিন বললেন, সমাজের সেবার জন্য কাজ করবে যে, তাকে রীতিমত মজুরি দেওয়া হবে। যে বেশী কাজ করবে সে বেশী এবং যে কম কাজ করবে, সে কম মজুরি পাবে। মজুরির তারতম্য সমাজকে পুনরায় ধনী, দরিদ্র—এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারতো। আয়ের তারতম্য গ্রেটবৃটেন, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণীগত ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। এই আশঙ্কা লেনিনের মনে জাগেনি—কারণ জমির খাজনা থেকে অথবা অল্প দামের জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় ক'রে তার লাভ থেকে কিংবা মানুষকে নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে তার পরিশ্রম থেকে প্রচুর আয় করার পথ লেনিন এবং তাঁর সহকর্ম্মীর দল আগেই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এরকম একটা অবস্থায় পারিশ্রমিকের তারতম্য সাম্যের ভিত্তিকে যে বিচলিত

করতে পারবে না—এ বিশ্বাস সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণধারদের চিত্তে বদ্ধমূল ছিল।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মজুরি দিয়ে কৃষক আর শ্রমিকদের কাছ থেকে যে কাজ পাওয়া যায়, সোভিয়েট রাশিয়ায় তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যেতে লাগলো। এর কারণ আছে। যে সব দেশে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনকুবেরদের একাধিপত্য, সে সব দেশে মজুরকে কত কম পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে কত বেশী কাজ আদায় করা যায়—এই থাকে ধনীদের লক্ষ্য। এই রকম যেখানে লক্ষ্য—সেখানে মজুররা স্বভাবতঃই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। রাশিয়ায় মজুরেরা নিজেরাই পেলো নিজেদের ভাগ্যকে গড়বার অধিকার। তারা পরিশ্রমের দ্বারা যা উৎপন্ন করে, তার কত অংশ নিজেদের ভোগের জন্য রাখবে—তা স্থির করে তারা নিজেরাই। মালের বদলে অবশ্য মজুরির ব্যবস্থা আছে। ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্যানাটোরিয়ম, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ইত্যাদি সাধারণ কাজের জন্য উৎপন্ন সম্পদের কতখানি ব্যয় করা হবে, তাও নির্ভর করে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির সিদ্ধান্তের উপর। তারপর নূতন নূতন কলকারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র, সরকারী কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য উৎপন্ন সম্পদের কত ভাগ ব্যয় করা হবে, মজুররাই তার ব্যবস্থা করবার মালিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মজুরির যে অংশ মজুরেরা সোজাসুজি পারিশ্রমিক হিসাবে পাচ্ছে না, তাও শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়িত হ'চ্ছে তাদেরই মঙ্গলের জন্য। সেই টাকা তাদের

চিত্তকে করে জ্ঞানের সম্পদে ধনী, তাদের জীবনে আনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্য। অন্যরকম ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়, রাশিয়ায় শ্রমিকেরা যখন সম্পদকে স্থষ্টি করে তখন তাদের মনে কোন জমিদারের অথবা মহাজনের ছবি ছায়াপাত করে না, তাদের কল্যাণের পথ নিষ্কণ্টক সেখানে। কলকারখানার মালিকদের অর্থলালসা র'য়েছে যেখানে সম্পদ-স্থষ্টির মূলে, সেখানে শ্রমিকদের চিত্তাকাশে একটা ভয় সর্ব্বদার জন্য ধূমকেতুর মত জেগে থাকে। এই ভয়টা হোলো মজুরি-হ্রাসের ভয়। হঠাৎ একদিন দেখা গেলো মালিক পারিশ্রমিকের হার কমিয়ে দিয়েছে নিজের সুবিধার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের ঘরে হাহাকার আরম্ভ হয়েছে। যেখানে অন্যকে খাটিয়ে নিজে লাভবান হবো—এই সম্ভাবনা চিরতরে লোপ পেয়েছে, সেখানে অন্যের পকেট ভরাবার জন্য শ্রমিকের মজুরি-হ্রাসের বিপদও কেটে গিয়েছে। রাশিয়ার সম্পদ-স্থষ্টি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মালের চাহিদাও সেখানে যথেষ্ট—কিনবার মত পয়সাও আছে লোকের হাতে—আমাদের মত এমন হা-ঘরে নয় তারা। এমন অবস্থায় শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, পরিচালকেরা তাতে বরং খুশী হয়। রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রধান পার্থক্য—ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধী একদল লোক সর্ব্বদাই আছে। তাদের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা সংগ্রাম ক'রে মজুরদের কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয়। রাশিয়াতে মজুরদের

শত্রু ব'লে কেউ নেই। যা তারা উৎপন্ন করে—তার উপরে ভাগ তাদের ষোলো আনা। রাশিয়ায় প্রচুর সম্পদ-সৃষ্টির জন্য সেখানকার কর্ণধারগণ এমন একটি উপায় অবলম্বন করেছেন যার নজির দেখতে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সেখানে কে কত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে—তাই নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্যান্য দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের, দলের সঙ্গে দলের প্রতিযোগিতা চলে ফুটবল খেলায় বা হকি খেলায় কে কাকে গোল দিতে পারে—এই নিয়ে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনার প্রতিযোগিতাও নূতন নয়। কিন্তু রাশিয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অভিনব। শ্রমিকদের মধ্যে কোন্ দল একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব চেয়ে বেশী জমিতে লাঙ্গল দিতে পারে অথবা সব চেয়ে অধিক সংখ্যক মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করতে পারে—এই নিয়ে সেখানে সংঘের সঙ্গে সংঘের প্রতিযোগিতা চলে। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রিজ খেলা অথবা দাবা খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন নিয়ে নয়। গৃহ-নির্ম্মাণে, জমি-কর্ষণে অথবা কলকারখানা তৈরী করায় যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে, রাশিয়ায় গৌরবের মুকুট পায় তারা। রাশিয়ায় জয়ের মহিমা যদি তোমার কামনা হয়, সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তোমাকে পরিচয় দিতে হবে তোমার কৃতিত্বের।

রাশিয়াকে প্রাচুর্য্যের মধ্যে রূপান্তরিত করবার জন্য যে আর্থিক পরিকল্পনা করা হ'য়েছে, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত

করবার জন্য যারা বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের বলা হয়—Shock Brigaders (রুষ পরিভাষা হ'চ্ছে Udarniki). এঁদের ব্রত হ'চ্ছে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, শ্রমিকেরা যাতে সময়ের অপচয় না ক'রে প্রত্যেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করে—নিজেদের আচরণের দ্বারা সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা, যন্ত্রপাতি যাতে নষ্ট না হয়—সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা। অন্তরের সবটুক নিষ্ঠা, দেহের সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে এঁরা ঝড়ের মত এমন ভাবে কাজ ক'রে যান যে, এঁদের দেখাদেখি অন্যান্য শ্রমিকেরা আলস্য বর্জ্জন ক'রে কাজ করতে বাধ্য হয়। যখন প্রয়োজন হয়—এই সব আদর্শ-শ্রমিকেরা সারারাত্রি জেগে কাজ করেন। এই সব কাজের জন্য এঁরা সাধারণত উপরি কিছু গ্রহণ করেন না। জনসাধারণের শ্রদ্ধাকেই এঁরা সবচেয়ে বড় পুরস্কার ব'লে মনে করেন। যাঁরা সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এইসব পুরস্কারের নাম Order of Lenin, Order of the Red Banner, Order of the Red Star.

আদর্শ-কর্ম্মীদের পুরস্কার দেবার অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে। দেশবিদেশে ভ্রমণ ক'রে যাতে তাঁরা চিত্তবিনোদন করতে পারেন তার জন্য তাঁদের ছুটী দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে এইরকম কতকগুলি আদর্শ-কর্ম্মীসঙ্ঘকে ইউরোপের বন্দরগুলি দেখবার জন্য জাহাজ ক'রে ভ্রমণ করবার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এইসব শ্রমিকদের থিয়েটার দেখবার সুবিধাও অন্যান্য শ্রমিকদের

চেয়ে বেশী। কারখানার সঙ্গে সংলগ্ন খাওয়ার ঘর এঁদের জন্য পৃথক। এই পৃথক ঘরে.আদর্শ-কর্ম্মীরা অনেক রকম মুখরোচক খাদ্যে রসনা পরিতৃপ্তি ক'রে থাকেন—যে গুলির উপরে সকলের অধিকার নেই।

Udarnikiদের অগ্রদূতরূপে দেখা দিয়েছিলেন যাঁরা সেবার মন্ত্র নিয়ে—তাঁদের বলা হোতো **Subbotniki** অর্থাৎ **Saturday-ers.** রাশিয়া যখন আত্মকলহে নিমগ্ন, গৃহ-বিবাদের আগুন যখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে তখন শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দলে দলে আত্মনিয়োগ করলো নূতন রাশিয়া গ'ড়ে তুলবার জন্য। কাজের পরে যে অবসর সময় থাকতো, সেই অবসর সময়কে তারা ব্যয় করতে লাগলো গঠনমূলক কাজে। এই কাজের জন্য কোন মজুরির দাবী করলো না তারা। শীতের সময় মস্কো শহর যখন বরফে আচ্ছন্ন হ'য়ে যানবাহনের চলাচলের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় এসে বরফের কবর থেকে শহরকে মুক্ত করতে লাগলো। ইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিনা বেতনে শিক্ষক পাওয়া গেছে—কিন্তু আসবাবপত্র নেই কিছু। গ্রামবাসীরা কোন রকম মজুরি না নিয়ে টেবিল বেঞ্চি গড়িয়ে দিলো। শহরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করবার কাজেও ব্রতী হোলো নাগরিকেরা। যে আনন্দ নিয়ে আমাদের দেশের লোকেরা নিমন্ত্রণ-সভায়, সিনেমায় কিংবা গড়ের মাঠে ম্যাচ খেলা দেখতে যায়—সেই আনন্দ নিয়ে রাশিয়ার পল্লীবাসীরা এবং নাগরিকেরা দলে দলে এগিয়ে এলো গঠনমূলক কাজের দ্বারা

রাশিয়াকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে, কল্যাণের মধ্যে রূপান্তরিত করবার জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটী আর কখনও দেখা গিয়েছে ব'লে জানি না। মস্কো শহরের মাটির তলা দিয়ে যে রেলপথ গিয়েছে—সেই রেলপথ নির্ম্মাণই নূতন রাশিয়ার সেবার প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অক্টোবর-বিপ্লবের সপ্তদশ স্মৃতি-বার্ষিকী দিবসে বারো মাইল রেলপথ যাতে খুলতে পারা যায়, তার জন্য কাজ আরম্ভ হোলো ১৯৩৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী। নয় মাসের মধ্যে পরিকল্পনাকে সফল করবার জন্য রাশিয়ার দুই লক্ষের অধিক নরনারী অবসর সময় নিয়োজিত করেছে রেলপথ নির্ম্মাণের কাজে। তখন রাশিয়ায় অন্নের অভাব, নানাদিকে নানা অসুবিধা। সমস্ত অসুবিধাকে তুচ্ছ ক'রে সহস্র সহস্র নাগরিক একটা পয়সা মজুরি না নিয়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম ক'রেছে—মস্কো শহরের মাটির নীচে রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। জাতির মনে যেমন ভাঙবার উন্মাদনা আসে, তখনি গড়বারও উন্মাদনা আসে—। সেই গড়বার উন্মাদনা যখন কোন জাতির মনকে পেয়ে বসে, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রমের পরশমণি দুর্ভাগা-দেশকে সহসা সৌভাগ্যের মধ্যে রূপান্তরিত করে। ইতিহাসে এমন অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে তার প্রমাণ রাশিয়া।

রাশিয়ায় এখন এমন একটা নূতন নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছে, যার ফলে সমাজ-সেবা একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। বেতন নিয়ে তুমি যে কাজ কর, সেই নির্দ্দিষ্ট কাজের

বাহিরে অবসর সময়ে সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু-না-কিছু কর্ম্ম তুমি করবে—এই হোলো সেখানকার সমাজের অলিখিত অনুশাসন। সিডনে এবং বিয়াট্রিস ওয়েব Soviet Communism এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখছেন—Quite apart from little acts of courtesy and kindness what is expected from the good citizen in the U. S. S. R. and astonishingly rendered, is hard manual labour for hours at a stretch, in whatever direction the work is, in the public interest, required. স্কাউটদের মত পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে দেওয়া অথবা অন্ধ লোককে পথ দেখানো রাশিয়ান নাগরিকের কাছে সমাজ-সেবার সামান্য নিদর্শন মাত্র। রাশিয়ায় সমাজ-সেবার বড় আদর্শ হ'চ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কায়িক পরিশ্রম করা বহু জনের কল্যাণের জন্য। লোক-সেবার মধ্যে সেখানে ফাঁকির স্থান নেই। শহরের রাস্তা খারাপ হ'য়ে গেছে, নাগরিকেরা মজুরি না নিয়ে রাস্তা মেরামৎ করেছে। রাশিয়ায় এমন শত শত মানুষ আছেন যারা নিরক্ষর নরনারী-দিগকে জ্ঞানের আলো দেবার জন্য কোন বেতন না নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে অধ্যাপনা ক'রে থাকেন। সমাজ-সেবার এই রকম আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে হাজার হাজার মানুষ দিনের পর দিন পরিশ্রম করছেন একটী পয়সাও না নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে বিগত ৩১শে জুলাই তারিখের হরিজন পত্রিকায়

প্রকাশিত অধ্যাপক কে, টি, শা'র কতিপয় প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। কেমন ক'রে দেশব্যাপী অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত করা যায়—সে প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় লিখেছেন, In Europe they adopt conscription for the destructive purpose of warfare. In India we should give the lead to the world outside Russia in adopting such a Social Service Conscription for regenerative purposes for a whole people. অর্থাৎ ইউরোপে লোক মারবার জন্য মানুষকে সামরিক শিক্ষা অর্জ্জন করতে বাধ্য করা হয়। আমরাও এদেশের ছেলেদের বাধ্য করবো—লোক মারবার জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিখতে নয়, জাতিকে নূতন ক'রে গড়ে তুলবার জন্য; জ্ঞানের আলোক-রশ্মিকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে।

২

সোভিয়েট রাশিয়া মানুষকে নূতন ক'রে তৈরী করতে চায়। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র, মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের জন্যই শাস্ত্রের বিবিধ অনুশাসন। সেই মানুষের অন্তর্নিহিত ভূমা যদি প্রকাশের পথ খুঁজে না পায়,—রাষ্ট্র, সমাজ, শাস্ত্র হারিয়ে ফেলে তাদের মূল্য। এই জন্য সোভিয়েট রাশিয়া মানুষের উপকার করাটাকে সকলের চেয়ে বড় ক'রে দেখে না। মানুষের মধ্যে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে প্রকাশের পথ খুজে পাচ্ছেনা, সোভিয়েট রাশিয়া তাদের প্রকাশের পথকে প্রশস্ত ক'রে মানুষকে চায় রূপান্তরিত করতে। সোভিয়েট রাশিয়া বলে, মানুষের ভালোমন্দের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এমন একটা অবস্থা আমরা যদি সৃষ্টি করতে পারি—যেখানে বড়লোক থাকবে না, গরীব লোকও থাকবে না (classless society), শোষণের হাত থেকে সবাই থাকবে মুক্ত, প্রত্যেকটী শিশুই অবাধ সুযোগ পাবে আপনার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে—তবেই মানুষকে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। মানুষকে শক্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে নূতন রূপ দেবার আদর্শকে সফল করবার জন্যই ধনিক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিজমের

অভিযান। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—তারও সামনে ছিল মানুষের মধ্যে যে অমৃত আছে, তাকে প্রকাশ করবার আদর্শ।

Only by creating conditions of the good life can the good life be begun. সোভিয়েট রাশিয়া, কল্যাণময় জীবন যাপনের জন্য যে আবহাওয়ার প্রয়োজন, সেই আবহাওয়াকে সৃষ্টি করবার কাজে হাত দিয়েছে; সহস্র শাখায় তার কর্ম্মধারা চলেছে নূতন মানব সৃষ্টির জন্য। সেই বিচিত্র কর্ম্মধারার সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমেই ধরা যাক—মেয়েদের কথা। কমিউনিজমের আন্দোলন হ'চ্ছে মুক্তির আন্দোলন, সাম্যের আন্দোলন। কেবল জমিদার-মহাজনের কর্তৃত্ব থেকে নয়, পিতা এবং পতির কর্তৃত্ব থেকেও সোভিয়েট রাশিয়া মেয়েদের দিয়েছে মুক্তি। সেখানে পুরুষদের অধিকার যতখানি, মেয়েদের অধিকার তার চেয়ে একচুলও কম নয়। রাশিয়া বুঝেছে, মেয়েদের জীবনে আনন্দ নেই যেখানে, সে দেশ দুর্ভাগা। দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তার কবল থেকে মেয়েদের মুক্ত রাখবার জন্য তাই চেষ্টার সেখানে অন্ত নেই। লেনিন বলতেন, A victory for socialism is impossible, until a whole half of toiling mankind, the working woman, enjoys equal rights with men; and until she no longer is kept a slave by her household and family.

যে সব মেয়েদের মা হ্‌বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাদের তত্ত্বাবধান করবার ভার রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া জানে—মেয়েদের জীবনের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে পৃথিবীতে শিশুদের নিয়ে আসা। এ কাজের গৌরব এবং প্রয়োজনকে নব্য রাশিয়া একটুও ছোটো ক'রে দেখে না। মাতৃত্বের মহিমা যে কত বড়, তা সোভিয়েট গর্ভমেণ্ট ভালো ক'রেই জানে এবং জানে ব'লেই গর্ভবতী মেয়েরা যাতে কোনো অসুবিধা ভোগ না করে, সেদিকে তার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। গ্রামে অথবা শহরে আসন্নপ্রসবা কোন নারী যদি কারখানায় বা অন্যত্র বেতন নিয়ে কাজ করে অথবা সে যদি কোন শ্রমিকের পত্নী হয়, ইচ্ছা করলেই সে ডাক্তারের সাহায্য পেতে পারবে,—তার জন্য ঘর থেকে একটি পয়সাও খরচ করবার প্রয়োজন নেই। প্রসবের সময় এলে হাসপাতাল রয়েছে,—অবারিত তার দ্বার। প্রসূতির জন্য বারো থেকে ষোল সপ্তাহ ছুটিরও ব্যবস্থা আছে। ছুটির মাসের জন্য পুরাবেতনই দেওয়া হ'য়ে থাকে। ডাক্তার যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিলেই প্রসূতিকে কাজে ভর্ত্তি করা হয়। ছেলে যাতে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য প্রত্যেক সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর মা ছুটি পায়। শিশুর কাপড়-চোপড় কিনবার জন্য মা কিছু টাকাও পায়। তাছাড়া শিশু যাতে পুষ্টিকর প্রচুর আহার পায়, তার জন্য মাসিক একটা ভাতার ব্যবস্থা আছে। শিশুর প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত জননীকে এই ভাতা দেওয়া হ'য়ে থাকে। মাতৃত্ব স্বাধীনভাবে জীবিকা

উপার্জ্জনের পথে যাতে অন্তরায়ের সৃষ্টি না করে, তার জন্য শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে। রক্ষণাবেক্ষণের স্থানগুলিকে বলা হয়—creche. মা যখন কাজ করে, শিশুরা তখন এই সব crecheএ ধাত্রীদের কাছ থেকে জননীর স্নেহ এবং আদর লাভ করে। এই সব শিশুদের বয়স দু'মাস থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত।

মানুষকে রূপান্তরিত ক'রতে হ'লে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন। এই কারণে সোভিয়েট রাশিয়া জাতিকে স্বাস্থ্য-ধনে ধনী করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছে। বর্ত্তমান রুশিয়ায় শ্রমজীবি মাত্রেই অসুস্থ হ'লে ডাক্তারের সাহায্য পায়। এই সাহায্য লাভের জন্য তাকে এক পয়সাও ঘর থেকে ব্যয় করতে হয় না। যাকে বলে Socialisation of medicine—তা সত্য হ'য়েছে রাশিয়ায়। যারা অসুস্থ তাদের চিকিৎসার ভার স্বহস্তে গ্রহণ ক'রেছে রাষ্ট্র। বার্ণাড শ'এর Doctor's Dilemmaতে পড়েছিলাম,—Treat every private doctor as a private executioner. সমাজের সেবার জন্য নয়, নিজের পকেট ভর্ত্তি করবার জন্য চিকিৎসা করে যারা, তাদের শ' ফেলেছেন ঘাতকের পর্য্যায়ে। রাশিয়ায় রুগ্নের চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করায় ডাক্তারিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করবার উপায় সেখানে আর নেই। আমাদের এখানে পার্কে বেড়াবার, মিউজিয়ামে ঢুকে দ্রষ্টব্য যা-কিছু দেখবার, রাস্তায় চলবার অথবা কলের

জল পাবার অধিকার যেমন সকলের আছে, রাশিয়াতে তেমনি রোগে বিনা-ব্যয়ে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ারও অধিকার সকলের আছে। সেখানে ডাক্তার মনে করে না—বিনা পয়সায় চিকিৎসা ক'রে রোগীকে দয়া করছি, রোগীও মনে করে না, দয়া নিয়ে আমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে।

রাশিয়ায় রোগ সারানোই চিকিৎসকের প্রধান কাজ নয়। তাদের প্রধান কাজ হ'চ্ছে—এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা, যেখানে ব্যাধির অস্তিত্ব হবে অসম্ভব। রোগ সারানোর চাইতে তাদের বেশী লক্ষ্য প্রত্যেকটী নরনারীর দেহে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আনার দিকে।

আমাদের এদেশে গরীবের যক্ষা হ'লে মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা। পয়সা কোথায়? পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা কোথায়? আলো আর বাতাস আছে, এমন ঘর কোথায়? সোভিয়েট রাশিয়ায় কিন্তু অনেকগুলি যক্ষানিবারণী ডিসপেন্সারী আছে। সেখানে ডাক্তারেরা রোগীর চিকিৎসা ক'রে ক্ষান্ত থাকে না। সে কেমন ঘরে থাকে, কি রকম খাবার খায়, তার আর্থিক অবস্থা কেমন, এ সমস্ত বিষয়েরও সন্ধান নেয় এবং যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করে। সিডনে এবং বিয়াট্রিস্ ওয়েব ১৯৩৩ সালের যক্ষা হাসপাতালগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করেছেন—চার হাজার সাত। যাকে বলে **Tuberculosis Sanatoria**—তার সংখ্যা নির্দ্দেশ করেছেন পনেরো হাজার দু'শো বিয়াল্লিশ

(১৯৩৩ সালে)। তোমরা কোথায় আছো, আমরা কোথায় আছি!

সোভিয়েট রাশিয়ায় আর একটী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে যাকে বলা হয়—The Night Sanatorium. কোন শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানির উপক্রম হ'লে সে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে এই রকম প্রতিষ্ঠানে রাত্রি কাটায়। কারখানা থেকে সোজা স্যানাটোরিয়ামে চ'লে যায়। বাড়ীতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের কান্নাকাটির জন্য শ্রমিকের ঘুমের ব্যাঘাত হ'তে পারে। স্যানাটোরিয়ামে কান্নাকাটির বালাই নেই, শয়নের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কারখানা থেকে এসে তুমি গরমজলে স্নান কর; তারপরে ধোয়া কাপড়-জামা পর। কাপড়-জামা স্যানাটোরিয়াম থেকে দেওয়া হয়। তারপর তোমাকে গরম গরম খাবার দেওয়া হবে। খেয়ে-দেয়ে গান শোনো এবং তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে উঠে কারখানায় যাও। সন্ধ্যায় আবার স্যানাটোরিয়ামে ফিরে এসো। দুমাস থাকলেই তোমার স্বাস্থ্য হ'য়ে যাবে চমৎকার। তারপর বাড়ীতে গিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে যেমন আনন্দে থাক্‌তে আগে, তেমনি থাকো।

এইবার আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত থেকে মানুষকে মুক্ত রাখবার যে-সব উপায় অবলম্বন ক'রেছে সোভিয়েট রাশিয়া, তার কথা এখানে ব'লবো। লেনিন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন—হাজার হাজার শ্রমিককে যেখানে প্রতিদিন জীবন যাপন করতে হয় দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তার

মধ্যে, সেখানে বুঝতে হবে প্রকাণ্ড গলদ রয়েছে সমাজ-ব্যবস্থায়। কোন্ মুহূর্ত্তে চাকরি যায় তার ঠিক নেই—বুকে যেখানে নিরন্তর এই দুর্ভাবনা, সামনে যেখানে অনাহারের বিভীষিকা, সেখানে মানুষের শক্তি ভয়ে পঙ্গু হ'য়ে থাকে। ভয়ে আর উদ্বেগে শক্তি যার পঙ্গু—তার কাছ থেকে সমাজ কি আশা করতে পারে? কোথা থেকে তার আসবে প্রাণে উৎসাহ আর কর্ম্মে উদ্যম? সোভিয়েট রাশিয়া আজ শ্রমজীবীদের মুক্ত করতে সমর্থ হ'য়েছে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা থেকে। সোভিয়েট শ্রমজীবী জানে, দুর্দ্দিনে তার স্ত্রী-পুত্র না-খেয়ে শুকিয়ে মরবে না। তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সমাজের নিজের। সমাজ এই দায়িত্বকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

আমাদের দেশের লোকে সুস্থির চিত্তে বাঁচতে তো পারেই না, মরতে পর্য্যন্ত পারে না! মরলে দাহ করবার খরচ যোগাবে কে—এই ভাবনায় মুমূর্ষু হরিনাম পর্য্যন্ত ভুলে যায়। রাশিয়ায় কোন লোক যদি মরে, তাকে কবর দেওয়ার দায়িত্ব সমাজের। Social insurance fund থেকে সমাজ টাকা দিয়ে তার গোরের ব্যবস্থা করে। মৃতের অপগণ্ড শিশু-সন্তানদের জীবিকা-নির্ব্বাহের টাকা পর্য্যন্ত Social insurance department থেকে সরবরাহ করা হয়। 'তুমি আমার কি ক'রে গেলে' ব'লে সদ্যবিধবা অসহায় শিশুদের নিয়ে সেখানে মৃত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে না। সে বিলাপ শোনা যায় আমাদের দেশে—যেখানে স্বামীর মৃত্যু আনে অনাহারের বিভীষিকা।

কাজ করতে করতে কারও অসুখ করলে তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করে সমাজ। ঔষধ-পত্রের দাম পর্য্যন্ত দিতে হয় না। কারখানায় বা অন্যত্র যে কাজ করে, রোগে সে-ই যে কেবল সাহায্য পায়, তা নয়;—তার পরিবারস্থ সকলেই বিনা ব্যয়ে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য লাভ করে।

বেকার সমস্যা নেই ব'ললেও চলে। পরিশ্রম করতে পারে অথচ কাজ পাচ্ছেনা—এরকম পুরুষ অথবা নারী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

রাশিয়ায় শ্রমিকেরা যাতে বাৎসরিক ছুটি ভালো ক'রে উপভোগ করতে পারে তার জন্য বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা আছে। জারের অট্টালিকাগুলি থেকে আরম্ভ ক'রে ধনীদের সুন্দর সুন্দর বাংলোগুলি পর্য্যন্ত বহু সৌধকে পরিণত করা হ'য়েছে শ্রমিকদের বিশ্রামাগারে আর স্যানাটোরিয়ামে। আমাদের এখানে ছুটি মিল্‌লেও আনন্দের মধ্যে যেখানে ছুটি উপভোগ করা যায়, এমন জায়গা পাওয়া দুষ্কর। কার্সিয়াংএ আর পুরীতে বাড়ী ভাড়া করবার পয়সা কোথায়? রাশিয়ায় কৃষ্ণসাগরের কূলে কূলে জারের আমলে ধনীদের নির্ম্মিত ভালো ভালো বাংলো রয়েছে। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হ'য়েছে। সেই সব বাংলোগুলি ছুটির দিনে শ্রমিকদের হাস্য-কলরবে এখন মুখরিত হয়।

অজ্ঞতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার দুর্জ্জয় অভিযান অনেকদিন হোলো সুরু হ'য়েছে। অতিদ্রুত

শিক্ষাবিস্তারের আয়োজনের ফলে এখন সেখানে অশিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাতারদের মধ্যে শিক্ষার কিরূপ বিস্তার হয়েছে, এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। রুশ-বিপ্লবের আগে তাতারদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিলো শতকরা পনেরো জন মাত্র। ১৯৩২ সালে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা বিরানব্বুই জন। সোভিয়েট রাশিয়ার এই অভূতপূর্ব্ব প্রগতির ছবি রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিতে ভালো ক'রেই দেখানো হ'য়েছে। আর এই যে শিক্ষা—এই শিক্ষার সঙ্গে সেখানে জীবনের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিখিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সেখানে ক্ষান্ত থাকে না হাতে-কলমে সেখানে অনেক কিছু শিখতে হয়। বাঁচতে গেলে যে সব বস্তু নিত্য নিত্য উৎপাদন করতে হয়—তাদের স্বষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেবার ভালো ব্যবস্থা সেখানে আছে। জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই, তার মূল্য যে স্বল্প—একথা সোভিয়েট রাশিয়া ভালো ক'রেই জানে এবং সেই জন্য তাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র,-Learn by doing. গান্ধীজীর শিক্ষারও কি এই মূলমন্ত্র নয়? কিন্তু technologyর উপর জোর দিতে গিয়ে রাশিয়া সংস্কৃতির দিকটাকে উপেক্ষা করেনি। ফিজিক্যাল কাল্চার, মিউজিয়াম, পিক্চার গ্যালারী, থিয়েটার, সঙ্গীত, সাহিত্য—এসব ব্যাপারেও ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট উৎসাহ আছে। নাগরিকদের দেহকে সবল ও সুগঠিত করবার দিকে সেভিয়েট রাশিয়ার প্রখর দৃষ্টি। সিডনে ওয়েবের বইতে

লেখা হ'য়েছে, Daily physical exercises become a social obligation, the fulfilment of which is urged every morning throughout the land by the innumerable loud speakers of the State Radio Service.

যাদুঘরগুলিতে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষ সাজানো আছে। দলে দলে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের, বয়স্ক ছাত্রদের, নাবিকদের আর সিপাহীদের, কারখানার শ্রমিক এবং মাঠের চাষীদের সেই সব যাদুঘরে পাঠানো হয়—তাদের মনকে জ্ঞানের ঐশ্বর্য্যে ভরিয়ে তুলবার জন্য। লোকে যাতে অনায়াসে ভালো সঙ্গীত শুনবার সুযোগ পায় তার জন্যও যত্নের ক্রটী নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতে গান শুনতে পারে—তার জন্য রেডিয়োর সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কারখানাগুলি থেকে হাজার হাজার পিয়ানো আর গ্রামোফোন তৈরী হ'চ্ছে। সাহিত্য সৃষ্টিও কম হ'চ্ছে না। দান্তে, সেক্সপীয়ার, ব্যাল্‌জ্যাক্‌, ভলটেয়ার, গোটে, ডিকেন্স—এসবের কত সুন্দর সুন্দর সংস্করণ সোভিয়েট রাশিয়া বাহির করছে।

মোটের উপর সিডনে আর বিয়াট্রিস ওয়েব নূতন রাশিয়ার যে চিত্র এঁকেছেন তাঁদের পুস্তকে, পড়লে বুঝতে পারা যায়—রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অধিকার করতে পারলে একটা জাতি কত তাড়াতাড়ি আগিয়ে যেতে পারে উন্নতির পথে—মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ কত সহজ হ'য়ে আসে। কোথায় রাশিয়া আর কোথায় আমরা! অথচ কিছুকাল আগে রাশিয়া যখন জারের শাসনের জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা ছিলো তখন

আমাদের অবস্থার সঙ্গে তার অবস্থার বিশেষ কোনো তারতম্য ছিলো না। স্বাধীনতা সোনার কাঠি—তার স্পর্শে জাতির কি অদ্ভুত রূপান্তরই না ঘটে যায়।

৩

সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মুখে আজ একটী মাত্র আদর্শ আছে। এই আদর্শটি হ'লো সেখানকার প্রত্যেকটি পুরুষকে আর প্রত্যেকটি নারীকে সভ্যতার পথে আগিয়ে দেওয়া। কি শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে তাদের অভিশপ্ত জীবনের মসীমাখা দিনগুলি অতিবাহিত হ'তো! ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ছিলো দিগন্তব্যাপী অজ্ঞানের অন্ধকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে অত্যাচার সহ্য ক'রে ক'রে তারা হারিয়ে ফেলেছিলো মনুষ্যত্বের গরিমা। স্বাস্থ্যের সম্পদ তাদের ছিলো না বললেই চলে। কোটী কোটী মানুষের দারিদ্র্য ছিলো অসহনীয়। দ্বারে ছিলো দুর্ভিক্ষ নিত্য অতিথি। এই রকম একটা অবস্থার নামই বর্ব্বর অবস্থা. আর এই বর্ব্বর অবস্থা থেকে কোটী কোটী মানুষকে মুক্ত করবার দুর্ব্বার সাধনায় লেনিন আর তাঁর সহচরগণ হ'লেন ব্রতী। মুক্ত করতে হবে আপামর জন-সাধারণকে ক্ষুধার তাড়না, ব্যাধির আক্রমণ এবং অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে—তাদের জীবনকে নিয়ে তুলতে হবে মনুষ্যত্বের গরিমায়। তার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন সুপ্রচুর সম্পদ-সৃষ্টির। প্রচুর সম্পদ-সৃষ্টি ব্যতীত প্রত্যেকটা মানুষকে স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সংস্কৃতির অধিকারী করা অসম্ভব।

সোভিয়েট রাশিয়ার নেতারা প্রচুর সম্পদ-সৃষ্টিকে অত্যুগ্র ক'রে দেখতে গিয়ে সকলের কল্যাণকে কিন্তু ভুললেন না। এইখানেই অন্যদেশের সঙ্গে তার পার্থক্য। লেনিন এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা প্রথম থেকেই ঘোষণা করলেন, সম্পদের প্রাচুর্য্যকে আমরা শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেবো না, তার উপরে অধিকার থাকবে দেশের জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের।

সম্পদের প্রাচুর্য্যের উপরে সমাজের প্রত্যেকটী নর-নারীর অধিকার যে সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে—এই ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতি-বিশারদগণের মগজে প্রবেশ করেনি। তারা মনে করতো, আবহমানকাল থেকে দারিদ্র্য আছে সমাজে; এ দারিদ্র্য অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকবে; সমাজে দারিদ্র্য নেই—এমন অবস্থা কখনই আসবে না। রাশিয়ার কথা ছেড়ে দিলে পৃথিবীতে অন্যান্য যে-সকল দেশ আছে সে গুলিতে জমি, কলকারখানা প্রভৃতি ধনোৎপাদনের উপায়গুলি মুষ্টিমেয় লোকের অধিকারে। এই মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের দল সম্পদ-সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে। সম্পদের প্রাচুর্য্য তাদের লক্ষ্য নয়। তাদের মাল তৈরীর মূলনীতি হোলো মুনাফা। এই রকম একটা সমাজ-ব্যবস্থার আধিপত্য যেখানে, সেখানে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের সম্পত্তির পরিমাণ একদিকে যেমন ক্রমাগত বেড়ে চলে—আর একদিকে কোটী কোটী মানুষের দারিদ্র্যও তেমনি দিন দিন ভয়াবহ

হ'য়ে ওঠে। লেনিন আর তাঁর সহকর্ম্মীদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিলো মুষ্টিমেয় ধনীর বিষয়-সম্পত্তির উপরে একদিন সর্ব্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যা তাঁরা বিশ্বাস করতেন, বাস্তবে তাই একদিন সত্য হ'য়ে দেখা দিলো। সোভিয়েট রাশিয়া 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'—এই মন্ত্রে দীক্ষা নিলো। যা ব্যক্তি-বিশেষের ছিলো, তা পরিণত হোলো সমাজের সমষ্টির সম্পত্তিতে : তারপর প্রাচুর্য্যকে (plenty) ধ্রুবতারা ক'রে সারা রাশিয়া ব্রতী হোলো সম্পদ-সৃষ্টির দুর্ব্বার সাধনায়। এই সম্পদ-সৃষ্টি জাতির কোনো সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়। সাধনা বিফল হোলো না। রাশিয়া আজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে সেই স্বর্গের পানে—কাল´ মার্ক্সের ভাষায় যার নাম classless society. ধূলায় সাম্যের স্বর্গ রচনা করবার জন্য আজ সে বদ্ধপরিকর। মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন, সমাজে ধনী আর নির্ধনের দ্বন্দ্ব দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠবে। যারা জমির খাজনা, গচ্ছিত টাকার সুদ কিম্বা বাড়ীভাড়ার অর্থকে অবলম্বন ক'রে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক টাকার মালকে পাঁচ টাকায় বেচে, যারা মানুষকে গরু-ঘোড়ার মত খাটিয়ে বিলাস-সাগরে ভেসে বেড়ায়—তারা হবে একদিকে; আর একদিকে সুসংবদ্ধ হবে তারা—যারা পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে শুধু পরিশ্রম করবার জন্য হাত দুখানি এবং তারাই যারা আর্থিক সংগ্রামে পায়নি জয়ের মালা। কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে যত এগিয়ে যাবে, সর্ব্বহারাদের সংখ্যা ততই

যাবে বেড়ে। কিন্তু ধনকুবেরদের সংখ্যা দিন দিন যাবে ক'মে, কারণ বড় বড় ব্যবসাগুলির মধ্যে ছোটো ছোটো ব্যবসাগুলি যাবে মিলিয়ে। ছোটদের অস্তিত্ব হবে বিলুপ্ত, বড়রা হবে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। মার্ক্স বললেন, এই রকম একটা বৈষম্যের অবশেষে অনিবার্য্য পরিণতি ঘটবে একটা আকস্মিক সামাজিক ভূমিকম্পের মধ্যে। যারা উপরে ছিলো তারা যাবে তলায় এবং যারা তলায় ছিলো তারা যাবে উপরে। সংখ্যায় বিশাল সর্ব্বহারার দল মুষ্টিমেয় বুর্জ্জোয়াদের সম্পত্তি করবে অধিকার এবং প্রতিষ্ঠিত করবে এমন একটা অভিনব সমাজ যেখানে individual profit-maker ব'লে কেউ থাকবে না, অন্যের শ্রমশক্তিকে নামমাত্র মূল্য দিয়ে কেউ কিনবে না, জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য স্বল্প মজুরিতে দক্ষিণ বাহু কেউ বিক্রয় করবে না। কার্য্যক্ষম প্রত্যেকটা পুরুষ এবং প্রত্যেকটা নারী এই অভিনব সমাজে সকলের সেবায় আপন আপন শক্তিকে নিয়োজিত করবে; আর যারা পরিশ্রম করতে অসমর্থ, তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর দায় বহন করবে সমাজের সবাই মিলে একত্রে। এই অভিনব আদর্শ সমাজকেই মার্ক্স বলেছেন classless society.

রাশিয়ার বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেলো; খৃষ্টধর্ম্মের অনুশাসনগুলির সঙ্গে নব্য রাশিয়ার মনের ঘটলো বিচ্ছেদ। বুদ্ধির আলোকে

জানা যায় না যাকে—তাকে সে করলো প্রত্যাখ্যান। বিজ্ঞানকে করলো সে একান্তভাবে আশ্রয়।

খৃষ্টধর্ম্মে যে সব আজ্ঞা পালনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি সাধারণত নেতিবাচক। প্রতিমাপূজা করিও না, ব্যভিচার করিও না, মিথ্যাকথা বলিও না—এগুলির মধ্যে কেবল 'না,' 'না,' 'না'। কি কি করতে হবে না, খৃষ্টান শাস্ত্রে তারই উপরে জোর দেওয়া হয়েছে—কি কি করতে হবে তার উপর জোর দেওয়া হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচার করলো নীতির নূতন মর্ম্মবাণী। সে বললে—এই এই অনুশাসন পালন ক'রে তোমাকে কাজ করতে হবে, কারণ এগুলির ভিত্তি ন্যায়ের উপরে। সোভিয়েট রাশিয়া ঘোষণা করলো, Morality is no longer mainly negative in form, but substantially positive. মানুষের নৈতিক উন্নতির বিচার করতে হবে, সে কি কি ভালো কাজ করে তারই কষ্টি-পাথরে, সে কি কি মন্দ কাজ করে না তার কষ্টিপাথরে নয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার নীতির প্রথম অনুশাসন হোলো—মানুষের সেবা। সঙ্ঘের জীবনকে অস্বীকার ক'রে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়—এই সনাতন সত্যকে নূতন ক'রে ঘোষণা করছে সোভিয়েট রাশিয়া। সমষ্টির মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে ব্যষ্টির মঙ্গল-অমঙ্গল যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে—এই চিরকালের সত্যকে আমরা ভুলতে বসেছিলাম। বিস্মৃতপ্রায় সত্যকে রাশিয়া আজ জাতীয় জীবনে জীবন্ত ক'রে তুলেছে। সমষ্টির কল্যাণের

সঙ্গে ব্যষ্টির কল্যাণের বিরোধ নেই কোথাও। ব্যক্তিকে সর্ব্বাগ্রে সেবা করতে হবে সমাজের, কারণ সমাজ-জীবন যদি সুস্থ, সবল এবং প্রাণশক্তিতে চঞ্চল না হয়, তবে ব্যক্তিত্ব নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার জগদ্দল-পাথরের নিষ্করুণ চাপে। সমাজের মানুষগুলি যে পরিমাণে মনুষ্যত্বের সম্পদে ধনী হ'য়ে উঠবে সমাজও ঠিক সেই পরিমানে উন্নত হবে—একথা যেমন সত্য, সমষ্টির সমৃদ্ধি এবং সফলতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, ব্যষ্টির আত্মপ্রকাশের পথ সেই পরিমাণে প্রশস্ত হবে—একথাও তেমনি সত্য। সমষ্টির সুরের সঙ্গে ব্যষ্টির সুরের যে একটি স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে—এই সামঞ্জস্য তখনই লোপ পায়, যখন সমাজ দাবিয়ে রাখতে চায় ব্যক্তিকে অথবা ব্যক্তি প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হ'য়ে সমাজকে করে আঘাত। সোভিয়েট রাশিয়া আজ তাই কর্ম্মের দ্বারা সমাজের সেবাকে করেছে নীতির প্রথম অনুশাসন। কাজ তোমাকে করতেই হবে, কাজ থেকে কারও মুক্তি নেই। সে কাজ হাত দিয়েও হ'তে পারে, মগজ দিয়েও হ'তে পারে। কাজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে পারো তুমি কেমন ক'রে? আঁতুড় ঘর থেকে তোমার জীবনের যাত্রা যখন প্রথম হ'লো সুরু—তখন থেকেই তোমার ঋণ আরম্ভ হয়েছে সমাজের কাছে। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন করেছে তোমার তত্ত্বাবধান, গোয়ালা তোমাকে দিয়েছে দুধ, তন্তুবায় তোমাকে দিয়েছে বস্ত্র, কৃষক তোমাকে দিয়েছে অন্ন, শিক্ষক তোমাকে দিয়েছে জ্ঞান। এই

যে সমাজে দশজনের কাছে দেনা, এই দেনা পরিশোধ করা হ'চ্ছে সব মানুষেরই প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। যে মানুষ কর্ম্মের দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করে না, গীতায় তাকে বলা হয়েছে তস্কর। বার্ণাড শ'-ও তাকে তস্কর আখ্যা প্রদান করেছেন। Any one who does less than her share of work and yet takes her full share of the wealth produced by work, is a thief and should be dealt with as any other sort of thief is dealt with. কাজ করবার বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে থাকবো কিন্তু কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনের ফলে যে সম্পদ উৎপন্ন হয়, তার উপর বসাবো ষোলো আনা ভাগ—এইরকম যাদের আচরণ তারা হ'লো চোর আর সাধারণ চোরের মত তাদের শাস্তি পাওয়া উচিৎ। আসল কথা হোলো প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কর্ম্মের দ্বারা সমাজের সম্পদ-সৃষ্টির কাজে সাহায্য করে, তখনই সমাজ প্রত্যেককে দিতে পারে উৎপন্ন সম্পদের ভাগ। এই পথ হলো একটীমাত্র পথ যাকে অনুসরণ করলে সমাজের সকলের মঙ্গল সম্ভব—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সেবার দ্বারা সমাজের ঋণ-পরিশোধের এই যে দায়িত্ব—এই দায়িত্ব বহন করতে হবে প্রত্যেককে নিজের স্কন্ধে। প্রত্যেকটী মানুষকে সম্পদ-সৃষ্টির বিশাল যজ্ঞে যোগদান করতে হবে। আর একজনকে খাটাবো এবং নিজে ব'সে থেকে তার শ্রমের সুবিধা নিয়ে লাভবান হবো—এমন ব্যাপার রাশিয়ায় অসম্ভব।

সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধনী হওয়া ভাগ্যের কথা। যে টাকা জমাতে পারে, তাকে আমরা লক্ষ্মীর বরপুত্র বলি। তার সাত খুন মাপ। পেটে বিদ্যা থাক আর নাই থাক, চরিত্র-সম্পদে ধনী হোক বা নাই হোক—টাকা যদি কারও থাকে, সমাজে তার প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের পথ বন্ধ করতে পারবে না কেউ। সভাসমিতিতে সে পাবে মালা, গার্ডেন পার্টিতে হবে তার নিমন্ত্রণ, খবরের কাগজে উঠবে তার ছবি, ললাটে তার জুটে যাবে বড় বড় খেতাব। পিতা চাইবে তার হাতে কন্যা সমর্পণ করতে, চাটুকারের দল তাকে শোনাবে স্তুতিবাক্য। ধনতান্ত্রিক সমাজে বড়লোক হ'তে পারা একটা গুণের মধ্যে গণ্য হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় কিন্তু এর ঠিক উল্টা। ধন যদি কেউ সঞ্চয় করে—সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাইবে। নিজের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করলে সোভিয়েট রাশিয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বে-আইনী না হ'লেও তুমি যদি সেখানে হাতে টাকা জমাতে আরম্ভ কর—গবর্ণমেণ্ট এবং পাড়া-প্রতিবাসী তোমাকে সমাজের মঙ্গলের পথে বিঘ্ন ব'লে মনে করবে। আয় তোমার যে অনুপাতে বাড়বে, তোমার আয়ের উপর ট্যাক্সও বেড়ে চলবে সেই অনুপাতে। খুব ধনী হওয়া সে দেশে অসম্ভব। রাশিয়ায় রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা তাঁদের বেতনের পরিমাণ থেকেই বুঝতে পারা যায়, অর্থলালসাকে কিরূপ চক্ষে তাঁরা দেখে থাকেন। সিডনে এবং

বিয়াট্রিস ওয়েবের Soviet Communismএর দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, To this day the rulers of the U. S. S. R. receive only the equivalent of the earnings of the most highly skilled and zealous craftsman. খুব পরিশ্রমী আর সুদক্ষ একজন কামার বা ছুতার যা উপার্জ্জন করে, সোভিয়েট রাশিয়ার শাসকেরা তার চেয়ে বেশী বেতন গ্রহণ করেন না। তিন চারিটার বেশী ঘর নেই কারও এবং একটার বেশী পরিচারকও কেউ রাখেন না। বড় বড় রাজপুরুষের পত্নীরাও কাজ করেন হয় কোন সরকারী কারখানায়, নয়তো কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে।

এইখানে এসে আমার মনে পড়ে গেল নয়া দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদের ছবি। বছর দুই আগে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে যে আড়ম্বর দেখেছিলাম তার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার শাসকদের আড়ম্বরহীন সরল জীবনযাত্রার কি পার্থক্য। সেখানকার রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভাতার সঙ্গে এখানকার রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের ভাতার কি আকাশ-পাতাল তফাৎ?

সোভিয়েট রাশিয়ায় বিলাসের আড়ম্বরের মধ্যে জীবনযাপন করা বিপজ্জনক। যদি কমিউনিষ্ট পার্টির কোন সদস্য বিলাস ব্যসনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে থাকে, তবে উপর থেকে তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়। পুনঃ পুনঃ সাবধান করা সত্বেও যদি সে বিলাস-সাগরে মগ্ন থাকে—তবে দলে তার স্থান থাকে না। যাঁরা খুব খ্যাতনামা লেখক বা অভিনেতা, তাঁদেরও

বিলাসিতার একটা সীমা মেনে চলতে হয়। যতগুলি ইচ্ছা ঘর নেবো, সেই ঘরগুলিকে পুস্তকের আলমারি আর দামী দামী ছবি দিয়ে মনের মত ক'রে সাজাবো—এরকম আকাঙ্ক্ষাকে রাশিয়ায় অতৃপ্ত রাখতে হয়। অতগুলি ঘর নেওয়ার অধিকার নেই কারও। স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার কিনবার পয়সা যদি থাকে কিনতে পারো, কিন্তু গা-ভরা গয়না প'রে তোমার স্ত্রী যদি আর সকলের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াবার আশা করেন, তাঁকে নিরাশ হ'তে হবে। একবারে একটার বেশী গয়না পরলে লোকে আড়চোখে ভাবে, কি vulgar! তোমার আয় যদি ভালো হয়, তুমি যত খুসী সোভিয়েট রাশিয়ার চতুঃ-সীমানার মধ্যে ভ্রমণ করতে পারো, যত খুসী থিয়েটারে আর কনসার্টে যেতে পারো, ছেলেমেয়ের জন্য ভাল গৃহশিক্ষক রাখতে পারো, মোটরকার কিনতে পারো, শোফার রাখতে পারো। কেউ বাধা দেবে না। But no body will find it comfortable to abandon his vocation in order to lead a life of leisure. কিন্তু তুমি যদি মনে ক'রে থাকো—কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বেড়াবো, তোমার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে। তোমাকে সহসা একদিন ডেকে পাঠানো হবে হেডকোয়ার্টার থেকে, কেন তুমি কাজ করছো না তার জন্য তোমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে; যদি সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারো, তোমাকে বলা হবে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাথমিক নীতিকে ভেঙেছো তুমি।

এই নীতি হোলো, **If a man do not work neither shall he eat**—আর এই নীতি ভঙ্গের জন্য তোমাকে অপরাধী ব'লে শাস্তি দেওয়া হবে। সোভিয়েট রাশিয়ায় আলস্য এবং জড়তা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে একেবারেই নিন্দনীয় নয়। রাশিয়ায় কিন্তু ছেলে-মেয়েদের একেবারেই শেখানো হয় না সঞ্চয় করতে। সেখানকার প্রত্যেক শ্রমিক ভালো ক'রেই জানে, অসুস্থ হ'য়ে পড়লে অথবা বার্দ্ধক্যবশতঃ কার্য্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, বেকার অথবা বৃদ্ধ হ'লে অনশনে মরবার কোনই আশঙ্কা নেই। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখবার জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যকীয় তার ছেলে-মেয়েরা সব সময়েই তা পাবে। তার বিধবা পত্নীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও সঙ্ঘ থেকেই করা হবে, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় পর্য্যন্ত বহন করবে সমাজ। এই রকম আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে কিসের জন্য নরনারী অর্থসঞ্চয়ে মনোযোগী হবে? গবর্ণমেণ্ট যেখানে প্রত্যেকটী মানুষের মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা জাগ্রত হ'য়ে আছে, সেখানে টাকা জমানোর কোনই মানে হয় না। টাকা জমানোর সার্থকতা আছে সেই সব ধনতান্ত্রিক দেশে—যেখানে রাষ্ট্রের কাজ কেবল ধনীদের স্বার্থকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা। সিড্‌নে এবং বিয়াট্রিস ওয়েব একজন কমিউনিষ্ট নেতাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাশিয়ায় ন্যায়-অন্যায়

বিচারের মাপকাঠি কি? প্রশ্নের উত্তরে বলা হোলো, classless society গড়তে যা কিছু সাহায্য করে সবই ভালো, যা কিছু বাধা দেয়, সবই মন্দ। classless society বলতে কি বুঝায়, আগেই তা বলা হয়েছে। একথা আগেও বলা হয়েছে এবং আবারও বলছি, কমিউনিষ্ট-ধর্ম্মের একটা মূলনীতি হ'চ্ছে প্রত্যেককে কর্ম্ম করতে হবে সেই আদর্শ-সমাজ-স্থষ্টির জন্য যেখানে শিক্ষা আর সংস্কৃতির, স্বাস্থ্য এবং সম্পদের অধিকারী হবে সবাই। সেই সমাজে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব অথবা একদেশদর্শিতার স্থান থাকবে না। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আর কাব্য-লক্ষ্মীর আশীষধারা সমভাবে বর্ষিত হবে সকলের শিরে। নারী ব'লে অথবা শূদ্র ব'লে, মূর্খ ব'লে অথবা দরিদ্র ব'লে কেউ হবে না কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। এই সর্ব্বজনীন কল্যাণের মধ্যে মানব-সমাজকে রূপান্তরিত করার উপায় সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণধারগণ সবাই একমত। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সম্পদের পরিমাণকে প্রচুরভাবে বাড়ানো এবং নারী-পুরুষ-পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিবশেষে সমাজের সকলের মধ্যে সেই সম্পদের আশীর্ব্বাদকে ব্যাপ্ত করে দেওয়া। মার্ক্স এবং এঞ্জেল্স্‌এর লেখা প'ড়ে সোভিয়েট রাশিয়া নিঃসন্দেহে জেনেছিল—রুগ্ন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, নিরক্ষর ও মনুষ্যত্বহীন কোটী কোটী মানুষকে নবজীবনের স্বর্গে জাগাতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে জমিদারী আর মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করতে হবে; তারপর সম্পদস্থষ্টির জন্য এমন

একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যার লক্ষ্য হবে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ—কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থ নয়। এই সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সোভিয়েট রাশিয়া আজ জ্ঞান আর স্বাস্থ্যকে সকলের পক্ষে সহজলভ্য ক'রে তুলেছে। কিনডারগার্টেন ক্লাসের শিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। জ্ঞান কিনবার জন্য সেখানে পয়সা লাগে না। আসন্নপ্রসবা নারী যাতে নিরুদ্বেগে সন্তানকে সৃষ্টি এবং তাকে পালন করতে পারে—তার জন্যও কত না ব্যবস্থা। অসুস্থ, বেকার অথবা বৃদ্ধ হ'লে কি খাবো ব'লে ভাবনা করবারও কোন হেতু নেই সেখানে। সমাজ মঙ্গলময় বাহুদুটী বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে অসুস্থ, বেকার আর বৃদ্ধকে সাহায্য করবার জন্য।

সোভিয়েট রাশিয়া যে নূতন জ্যোতির্ম্ময় জীবনের সূচনা করেছে মানুষের ইতিহাসে, তার প্রভাবে ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দ সম্পর্কে সেখানে প্রচলিত ধারণার যথেষ্ট ওলোট-পালোট হ'য়ে গেছে—একথার আভাষ আগেই দিয়েছি। অল্প টাকায় মাল কিনে বেশী টাকায় মাল বিক্রয় ক'রে মোটা টাকা লাভ করা রাশিয়ায় অপরাধ ব'লে গণ্য হয়। বিলাতে যারা এই রকম কেনা-বেচা ক'রে প্রচুর টাকা লাভ করে—তাদের ভাগ্যে peerage জুটে যায়। রাশিয়ায় অবাধ্য ছেলে-মেয়েকে পিতামাতাও প্রহার করতে পারে

না ; ছেলে-মেয়েকে প্রহার করা সেখানে অপরাধ। Soviet Communismএর দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "In the U. S. S. R. even the parental slapping of disobedient children is not only a serious delinquency, but actually a criminal offence. রাশিয়া ছাড়া আর কোথাও ছেলে-মেয়েকে প্রহার করা বে-আইনী নয়। রাশিয়ায় মদ স্পর্শ না করতে, এমন কি ধূমপান পর্য্যন্ত না করতে সকলকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সিডনে এবং বিয়াট্রিস ওয়েবের পুস্তকের ১০৬০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "Alcoholic drinking is blamed, and still more, habitual drunkenness or drug addiction, becuse it is a breach of the rule requiring the maintenance of perfect health." স্বাস্থ্য ভালো রাখা রাশিয়ার নাগরিকের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। মদ খেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হ'লে সমাজের সেবা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং মদ্যপান রাশিয়ায় নিন্দার কাজ। রাস্তায় বা মাঠে যেখানে সেখানে সিগারেটের টুকরো অথবা কাগজ ফেলা বে-আইনী, রাস্তাঘাটকে নোংরা করবার তোমার কোন অধিকার নেই। এই রকমের আরও অনেক অনুশাসন রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। রাশিয়া সম্পর্কে যত বিরুদ্ধ আলোচনাই হউক না কেন, মানুষের

একথা ঠিক, সে প্রত্যেক নরনারীর জীবনে আনতে চায় আনন্দের হিল্লোল। সে সৃষ্টি করতে চায় একটা নূতন মানব-সমাজ—যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য্য, জ্ঞানের অমৃত, স্বাস্থ্যের আশীর্ব্বাদ, আর্টের আনন্দ কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগ্য নয়—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই ভোগ্য। We must do all in our power to create a new man with a new psychology—এই বাণী উৎসারিত হ'চ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার কণ্ঠ থেকে।

৪

সিডনে এবং বিয়াট্রিস ওয়েবের লিখিত বিখ্যাত পুস্তক Soviet Communismএর দ্বিতীয় ভাগের শেষ-অধ্যায়টার নাম, "A New Civilisation?"। এই অধ্যায়টীতে বলা হ'য়েছে, সোভিয়েট রাশিয়া জগতের ইতিহাসে একটী নূতন সভ্যতার সৃষ্টি ক'রেছে। যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকলে সভ্যতা নূতনত্বের দাবী করতে পারে, গ্রন্থে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। এখানে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা গেল। এই লক্ষণগুলি দেখে পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন, সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাতন্ত্র্য কোথায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের প্রথম লক্ষণ—The Abolition of Profit-making. অর্থ-লালসার দ্বারা অভিভূত হ'য়ে সম্পদ সৃষ্টির প্রবৃত্তি দেখা যায় পাশ্চাত্যের ধনকুবেরদের মধ্যে। যারা মানুষকে গরু-ঘোড়ার মত ব্যবহার ক'রে নিজেরা বড়লোক হ'তে পেরেছে, পাশ্চাত্য-সমাজে তারা লাঞ্ছিত হওয়া দূরে থাকুক সম্মান পায় দশজনের কাছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় নিজেরা লাভবান হওয়ার জন্য অন্যকে যারা ব্যবহার করে যন্ত্রের মত, তারা কিন্তু অপরাধী ব'লে গণ্য হয়। শরীরে শক্তি-সামর্থ্য আছে অথচ কাজ না ক'রে ব'সে ব'সে খাচ্ছে—এমন মানুষকে

লোকে সেখানে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। তার অনেক টাকাকড়ি আর ঘর-বাড়ী থাকলেও লোকে তাকে ঘৃণা করবে। জমিদারী ক'রে, বাড়ী ভাড়া দিয়ে অথবা কুলি খাটিয়ে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার দিন রাশিয়া থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ হ'চ্ছে—The Planning of Production for Community Consumption. সোভিয়েট রাশিয়ায় সম্পদের সৃষ্টি হয় সমাজের সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ধনীরা কিন্তু নিজেদের লাভের দিকে দৃষ্টি রেখে সম্পদকে সৃষ্টি করে। সমাজের মঙ্গল-অমঙ্গলকে তারা গণনার মধ্যে আনে না। স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ সেখানে সর্ব্বত্র। সোভিয়েট রাশিয়ার ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে কোন সংঘর্ষ নেই। সেখানে একের লাভ অন্যের ক্ষতিতে নয়। সকলের স্বার্থ সমান। রাশিয়ার প্রত্যেক শ্রমিকই জানে তার পরিশ্রমের ফলে যে সম্পদ উৎপন্ন হয়, তা সমাজেরই সম্পদ এবং সেই সম্পদ তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই জন্য সে দেশে কেউ আলস্যকে প্রশ্রয় অথবা কাজে ফাঁকি দেয় না। কাজে ফাঁকি দিলে যে নিজেরই ক্ষতি। সমাজের সম্পদের পরিমাণ কমে যাবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে—Social Equality and Universalism. মানুষের সঙ্গে

সম্পর্ক সেখানে সাম্যের নীতিকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে সেখানে কাজ করতে হবে—যে কাজ সমাজের সকলের পক্ষে শুভ। তুমি যত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হও না কেন, যতই তোমার টাকাকড়ি অথবা পসার-প্রতিপত্তি থাকুক না কেন, কাজ তোমাকে করতেই হবে। হয় হাতের কাজ, নয় মাথার কাজ। কাজ না ক'রে সেখানে সামাজিক মর্য্যাদা লাভের কোন উপায় নেই। স্বামী আর স্ত্রী, পিতা আর পুত্র, শিক্ষক আর ছাত্র, অফিসের ম্যানেজার আর টাইপিষ্ট—এদের মধ্যে সম্পর্কও বেশ সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন আর একজনের সম্মুখে নিজেকে ক্ষুদ্র ব'লে মনে করে না। আকাশে বাতাসে সেখানে মুক্তির সুর, মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণে সেখানে নেই কোন কুণ্ঠা।

রাশিয়ায় আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয়। একটা সর্ব্বজনীন মৈত্রীর ভাব সেখানে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে গেছে। অন্যান্য দেশে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য, বুদ্ধির উন্মেষ আর পরমায়ুর দৈর্ঘ্য ভাগ্যবান একশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজ-ব্যবস্থায় এই বৈষম্য কোন কোন দেশের চিত্তকে বিচলিত করতে আরম্ভ ক'রেছে। রাশিয়ার অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে সৌভাগ্যের অধিকারী মুষ্টিমেয় মানুষ নয়। তুমি পুরুষ হও আর নারী হও, বালক হও আর বয়স্ক হও, প্রতিভা তোমার থাকুক আর না-ই থাকুক, রাশিয়ায় আর সকলে আত্মপ্রকাশের যতখানি সুবিধা পাবে তুমি তার চেয়ে একচুলও কম সুবিধা পাবে

না। জাতির প্রত্যেকটী নর-নারীকে সমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী করবার অক্লান্ত সাধনা চলেছে সেখানে। সমস্ত জাতি যাতে জ্ঞানের অমৃত পান ক'রে নবজীবনের মধ্যে রূপান্তরিত হ'তে পারে—তার জন্য সারা রাশিয়া জুড়ে জ্বলছে তপস্যার হোমানল।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের চতুর্থ লক্ষণ হ'চ্ছে—The Vocation of Leadership. গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে হ'লে উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। Government of the people সত্য, Government for the people-ও সত্য, কিন্তু Government by the people কতখানি সত্য—বলা কঠিন। জনসাধারণের নিজের মন ব'লে কিছু নেই। তার অভ্যাস শক্তিমানের নেতৃত্বকে মেনে চলা। যেখানে চরিত্রবান, কর্ম্মকুশল, জ্ঞানীর দল জনসাধারণকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করবার নেতৃত্ব গ্রহণ করে, সেখানে জাতির উন্নতির রথকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে জনসাধারণকে পরিচালিত করবার নেতৃত্ব। পয়সার জোরে এই দলের সদস্য হওয়া যায় না। এই দলের কর্ম্মপন্থাকে সমর্থন করলেই সদস্য হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে—এমন সম্ভাবনাও নেই। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পার্টি বলতে যা বোঝায়, কমিউনিষ্ট পার্টি সেই রকমের কোন দল নয়। তার সদস্য হ'তে হ'লে অনেক গুণ থাকা চাই। থাকা চাই চরিত্রের দৃঢ়তা, দলের শৃঙ্খলায় নিষ্ঠা, কাজ করবার ক্ষমতা। পৃথিবীর আর কোন দেশে

নেতৃত্বের মধ্যে এই গুণগুলি এত অধিক পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র-রথকে পরিচালিত করবার ভার রয়েছে—হয় রাজার হাতে, নয় অভিজাত শ্রেণীর হাতে, নয়তো মুসোলিনী অথবা হিটলারের মতো স্বেচ্ছাচারীর হাতে। যাকে পার্লামেন্ট বলা হয়, জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ করবার তারই বা কতটুকু ক্ষমতা আছে? পার্লামেন্ট যাদের নিয়ে তৈরী তারা তো জমিদার আর মহাজন, বড় বড় ব্যবসাদার আর উকিল-ব্যারিষ্টারের দল। জনসাধারণের জন্য তাদের যে দরদ —সে হোলো লোক-দেখানো দরদ। তার মূলে আন্তরিকতার নিতান্ত অভাব। এদের সঙ্গে তুলনায় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। জাতির নেতা হ'তে গেলে তপস্যা চাই, সাধনা চাই। এই তপস্যার আর সাধনার সম্পদে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি ধনী। এই খানেই তাদের জয়ের রহস্য।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের পঞ্চম লক্ষণ হচ্ছে Cult of Science. সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বাস করে, তার জনগণের চিত্তকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সাহায্যে উন্নত ও মার্জ্জিত ক'রতে হলে আগে দরকার সমাজের সম্পদের পরিমাণকে বাড়ানো। দৈন্যের অভিশাপে যে মানুষ অভিশপ্ত সেই নগ্ন, ক্ষুধিত, নিরাশ্রয় মানুষের কাছে কালচারের কোন মূল্যই থাকতে পারে না। রাশিয়ার মানুষকে জ্ঞান দিতে হ'লে, আলো দিতে হ'লে, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দিতে হ'লে

তার দারিদ্র্যকে রূপান্তরিত করতে হবে ঐশ্বর্য্যে—একথা লেনিন এবং তাঁর সহচরগণ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রাচুর্য্যকে তাই তাঁরা করলেন তাঁদের মূলমন্ত্র। সৃষ্টি কর প্রচুর সম্পদ—দৈন্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত কর সর্ব্বহারা মহামানবকে—এই বাণী উৎসারিত হ'লো রাশিয়ার আকাশে আকাশে লেনিন এবং তাঁর শতশত কমরেডের কণ্ঠ থেকে। কিন্তু সম্পদ সৃষ্টি কর বললেই সম্পদ সৃষ্টি হবে না। প্রচুর সম্পদ সৃষ্টি করতে হ'লে চাই জড়প্রকৃতিকে জয় করবার প্রচুর শক্তি! এই শক্তি দেবে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ। সোভিয়েট রাশিয়া আজ তাই বিজ্ঞানকে ক'রেছে তার জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড। প্রকৃতির অসীম ক্ষমতাকে তারা লাগাচ্ছে কাজে, অজানাকে তারা জানছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, শক্তির নব নব উৎসকে করছে তারা আবিষ্কার। রাশিয়ার প্রত্যেকটা নরনারী আজ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর নয়ন-পল্লবের ছায়ায় সমাজের সম্পদকে সৃষ্টি করবার কাজে করেছে আত্ম-নিয়োগ। মানুষ খাওয়া-পরা সম্পর্কে যতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ অন্যান্য বিষয় নিয়ে তার মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? রাশিয়ায় বিজ্ঞান মঙ্গলের বাহন। বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে থিয়োরীর মেঘলোকে বিচরণ ক'রে ক্ষান্ত নেই। বিজ্ঞানকে তাঁরা লাগিয়েছেন বাস্তব জীবনের প্রতিদিনের নানাবিধ সমস্যা-সমাধানের কাজে। বিজ্ঞান সেখানে কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়, শিল্পের পরমবন্ধু। মানুষের বিস্মিত

নয়নের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের তোরণ-দ্বারকে সে ক'রেছে উদ্‌ঘাটিত।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের ষষ্ঠ লক্ষণ হচ্ছে—Anti-Godism. ভগবানের নাম ক'রে পৃথিবীতে এত রকমের জাল-জুয়াচ্চুরি চলেছে যে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার এই অভিযানের মধ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। পরকালের কথা শুনিয়ে পুরোহিতের দল লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইহলোকের দুঃসহ দুঃখের মধ্যে রেখেছে অবিচলিত। সে দিনও ইটালির রোমান্ ক্যাথলিক পাদ্রীরা ভগবানের নামে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ ক'রে সেখানকার জোয়ান জোয়ান ছেলেদের পাঠালো আবিসিনিয়ায় মানুষ শীকার করতে। ইউরোপের বিশ্বজয়ের অভিযানের আগে আগে দেখতে পাই, বাইবেল হাতে চলেছে মিশনারী সাহেবের দল এবং তাদের পশ্চাতে দাঁড়ি-পাল্লা হাতে যত সব অর্থগৃধ্ন সদাগর। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সকলের চেয়ে বেশী বাধা পেয়েছে ধর্ম্মান্ধ পুরোহিতদের কাছ থেকে। গ্যালিলিও বলেছিলেন, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে। এই কথা বলার জন্য ইউরোপের পাদ্রী সাহেবের দল তাঁর প্রাণ নেবার উপক্রম করেছিলো। ডারউইন এবং তাঁর শিষ্যগণকে বিলাতের পাদ্রীরা কম বাধা দেয় নি। রাশিয়ায় যাঁরা নূতন মানুষ তৈরীর কাজে ব্রতী হলেন, তাঁরাও সেখানকার ধর্ম্মান্ধতার কাছ থেকে যথেষ্ট বাধা পেয়েছেন। তাগা-তাবিজ-মাদুলি বিজ্ঞানের অভিযানকে দিয়েছে প্রাণপণে

বাধা। পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া বহুকালের মজ্জাগত কুসংস্কার সত্যকে গ্রহণ করতে একেবারেই রাজী হয় নি। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা এবং কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করবার জন্য বর্ব্বর-সুলভ ধর্ম্মান্ধতা কি চেষ্টাই না ক'রেছে! রাশিয়া যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আজ অভিযান সুরু ক'রেছে, সে ভাববিলাসীর বাহাদুরি নেবার জন্য নয়। বাস্তব-জীবনের বহু সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যুগ-যুগান্তরের কুসংস্কারের কাছ থেকে সে পেয়েছে ধাক্কার পর ধাক্কা, ধর্ম্মান্ধতার কাছ থেকে সে পেয়েছে আঘাতের পর আঘাত, শাস্ত্রের অর্থহীন অনুশাসন তাকে ক'রেছে আক্রমণের পর আক্রমণ। অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জের এই চক্রান্তজালকে বিফল ক'রে বিজ্ঞানকে জয়ী এবং মানুষকে রূপান্তরিত করবার জন্য রাশিয়ার এই Anti-Godism. এই Anti-Godism কতখানি সমর্থন-যোগ্য—সে বিচার এখন ক'রবো না। কিন্তু একথা স্বীকার ক'রতেই হবে, ধর্ম্মের মুখোস প'রে এই যে শঠতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা এবং জড়তার আধিপত্য চ'লেছে দিকে দিকে, রাশিয়ার Anti-Godism সেই আধিপত্যের মূলে ক'রেছে কুঠারাঘাত।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের সপ্তম লক্ষণ হ'চ্ছে—Emergency of a Communist Conscience. রাশিয়ার নরনারীগণের চিত্তে জেগেছে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে একটা নূতন বোধ। তারা সন্ধান পেয়েছে নীতির নূতন আলোকের।

এই আলোকটী হোলো the recognition of a universal individual indebtedness. প্রত্যেকটী মানুষ সমাজের দশজনের কাছে অশেষভাবে ঋণী। এই পরম সত্যকে স্বীকার করবার মত মহত্ত্ব এবং উদারতা জেগেছে রাশিয়ার মনে। শৈশব থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন না নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখি, ততদিন কত দিক দিয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের ঋণ স্বীকার করতে হয় সমাজের দশজনের কাছে। শিক্ষার জন্য, খাওয়া-পরার জন্য, কত কিছুর জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় সমাজের দশজনের সাহায্যের উপর। এই যে পর্ব্বত-প্রমাণ ঋণ—এই ঋণের দায় স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। প্রত্যেক মানুষ হয় হাতের নয় মস্তিষ্কের সেবার দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করতে ধর্ম্মত এবং ন্যায়ত বাধ্য। সমাজের কাছ থেকে পেয়েছি দেহের খোরাক, মনের খোরাক। সমাজকে ফিরিয়ে দিতে হবে—আমার দেবার যা ক্ষমতা আছে। যতদিন দেহে শক্তি আছে, ততদিন সমাজের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে আমার মনের শক্তি এবং দেহের শক্তি। নেবার বেলায় দশ হাতে নেবো, কিন্তু দেবার বেলায় হাত গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে থাকবো—শক্তিকে সমাজের কোন সেবায় লাগাবো না—এ হোলো তস্করের নীতি, মানুষের নীতি নয়। রাশিয়ায় অলস হ'য়ে জীবন-যাপনের পথ আজ একেবারে অবরুদ্ধ। মানুষকে সে বিচার করতে শিখেছে নীতির নূতন আলোকে। তুমি যদি

সেখানে কর্ম্মের দ্বারা সমাজের দেনা পরিশোধে উদাসীন থাকো, ভবিষ্যতে যারা আসছে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিশ্রম না কর, পাড়া-প্রতিবেশীরা তোমাকে দেখবে ঘৃণার চক্ষে, মনে করবে তুমি একজন চোর—যে কাজ করে না, কিন্তু ব'সে ব'সে খায়। আলস্য এবং জড়তা যদি তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, তোমার অবহেলার জন্য কোন যন্ত্র যদি নষ্ট হয়, জিনিষ পত্রের যদি ক্ষতি হয়—তোমাকে তার জন্য বহন করতে হবে শাস্তি। তোমার চরিত্র সংশোধনের জন্য, তোমার দূষিত সংস্পর্শ থেকে সমাজের আর দশজনকে রক্ষা করবার জন্য তোমাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হবে। কিন্তু অপরাধের জন্য শাস্তি-বিধানের চাইতে, মানুষ যাতে অপরাধ একেবারেই না করে—সেই উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়। এই জন্য রাশিয়ায় সমাজের সেবা যাতে নর-নারীর স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, তার জন্য ব্যবস্থার ত্রুটী নেই। সোভিয়েট রাশিয়া জলের মত অর্থ ব্যয় করছে জ্ঞানের জ্যোতিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য দিক থেকে দিগন্তরে।

কেবল বিজ্ঞানের সেবা মানুষকে মুক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রকৃতির শক্তিকে জয় করবার উন্মাদনা, নব নব যন্ত্রকে আবিষ্কার করবার উদ্দাম নেশা সর্ব্বপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি করবে—যদি মানুষের সামনে মহৎ কোন আদর্শ না থাকে। নগ্ন, ক্ষুধিত, অজ্ঞ মহামানবের মঙ্গলকার্য্যে বিজ্ঞানকে যদি লাগাতে চাই আমরা, তবে জানার সঙ্গে চাই সত্য-শিব-

সুন্দরের আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা। ন্যায় কি, অন্যায় কি—এ সম্পর্কে কোটী কোটী মানুষের মনে জাগাতে হবে একটা নূতন বোধ। এই নূতন বোধটা হবে—সমাজের কাছে সহস্র-ভাবে আমি ঋণী এবং সেবার দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করতে ন্যায়ত আমি বাধ্য—এই চেতনার উদ্বোধন।

এই বোধ যদি আমরা জাগাতে না পারি বিজ্ঞান দিকে দিকে ছড়াতে থাকবে তার সর্ব্বনেশে বিষবাষ্প, আকাশ থেকে পড়বে বোমার পর বোমা, মেসিনগান বিকীর্ণ করবে মৃত্যুর অভিশাপ, যন্ত্র হরণ করবে জীবনের আনন্দ, কলকারখানা চূর্ণ করবে মানুষের পঞ্জরাস্থি।

যদি কেহ মনে ক'রে থাকেন, সোভিয়েট রাশিয়া জোর ক'রে মানুষের কাছ থেকে আদায় করছে কাজ, তবে সে ধারণা বিসর্জ্জন দিতে হবে। রাশিয়ার নূতন জীবনের একটা বড় অঙ্গ হ'চ্ছে প্রত্যেক মানুষকে এমন কাজ দিতে হবে, যা করতে সে সক্ষম হবে এবং যার মধ্যে সে খুঁজে পাবে সৃষ্টির আনন্দ। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বলে, শ্রমকে আমরা এমন একটা স্তরে নিয়ে যাবো যেখানে কাজ হবে সমাজের প্রত্যেকটী মানুষের কাছে গৌরবের এবং আনন্দের বিষয়। কাজ যাতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে গৌরবের এবং আনন্দের বস্তু হ'য়ে ওঠে, তারই জন্য লেনিন চেয়েছিলেন এমন একটা নূতন সমাজকে সৃষ্টি করতে যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সকলের অধিকার হবে সমান।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতনত্বের যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করা গেল, তাদের মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র আছে; একটার সঙ্গে আর একটার বিরোধ নেই। মানুষের সেবা (Service of Man) হ'লো সোভিয়েট রাশিয়ার নবজীবনের মূলমন্ত্র। প্রত্যেকটা নরনারীর মঙ্গল কেবল সেই সমাজেই সম্ভব—যেখানে সম্পদের এবং অন্যান্য সুখসুবিধার উপরে আছে সকলের সমান অধিকার। এ রকম একটা আদর্শ-সমাজের নীতির সঙ্গে মানুষকে শোষণ করবার এবং তাকে শোষণ ক'রে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির কোন সামঞ্জস্যই থাকতে পারে না। এই জন্যই সোভিয়েট রশিয়ায় লোভের আজ কোন স্থান নেই। লোভের স্থান অধিকার ক'রেছে সেবা। সমাজে প্রচুর সম্পদ যাতে উৎপন্ন হ'তে পারে এবং সেই উৎপন্ন সম্পদের উপরে সকলের অধিকার যাতে সমান হয়—তারই জন্য সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার দিকে দৃষ্টি রেখে আথিক পরিকল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু এত যে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা—সবই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, যদি মানুষের মনের অন্ধকার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হ'য়ে না ওঠে। তুকতাক নয়, মন্ত্রতন্ত্র নয়, শাস্ত্রটাস্ত্রও নয়,—সকলকে দিতে হবে জ্ঞানের অমৃত—যে জ্ঞানের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোন অস্পষ্টতা নেই। মানুষ জানুক নিজের স্বভাবকে, মানুষ জানুক প্রকৃতির রহস্যকে। এই জানার মধ্য দিয়ে সে শিখে নেবে প্রচুর সম্পদ আহরণের রহস্য, অর্জ্জন করবে মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে অবিচলিত

বিশ্বাস, আপনাকে জেনে মুক্তি পাবে চরিত্রের নানাবিধ অসম্পূর্ণতা থেকে। বিজ্ঞান দেবে মানুষকে মুক্তি, বিজ্ঞান দেবে মানুষকে সম্পদ, বিজ্ঞান করবে মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত। রাশিয়ার এই বিজ্ঞান-প্রীতির কথা লিখতে গিয়ে গ্রন্থকারেরা বলেছেন, The Worship of God is replaced by the Service of Man.

রাশিয়া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে যখন চেয়ে দেখি, চোখের সামনে দুলে ওঠে মানুষের অশ্রুজলে লবণাক্ত দুঃখের ফেনিল সাগর। সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে কোটী কোটী মানুষ অভাবের তাড়নায় আর্ত্তনাদ করছে। নিত্য নব নব যন্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, জ্ঞানের নব নব তোরণদ্বার খুলে যাচ্ছে—কিন্তু মানুষ দারিদ্র্যের যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই মগ্ন আছে। এর কারণ আর কিছুই নয়—মানুষকে অবহেলা করা। গণতান্ত্রিক রাশিয়া যন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষের সেবার দিকে লক্ষ্য ক'রে, পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রেখে। এখানেই উভয় সভ্যতার প্রকাণ্ড পার্থক্য।

সিড্‌নে এবং বিয়াট্রিস ওয়েব রাশিয়ার সম্পর্কে একটি চমৎকার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলছেন, রাশিয়ার এক বিপ্লবের মধ্যে তিনটী বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধর্ম্মবিপ্লব (Religious revolution)। শাস্ত্রের অর্থহীন আচারের মধ্য দিয়ে নয়, স্বর্গের লোভ এবং নরকের ভীতির

মধ্য দিয়েও নয়, কোন রকমের ধর্ম্মান্ধতার এবং কুসংস্কারের মধ্য দিয়েও নয়, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে আসবে মহামানবের মুক্তি—এই বাণী উৎসারিত হ'চ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার কণ্ঠ থেকে। দ্বিতীয়, শিল্প-বিপ্লব (Industrial revolution)। জাতি তার সম্পদ উৎপন্ন করবে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের পকেট ভরাবার জন্য নয়, সমাজের সকলের অভাবকে দূর করবার জন্য। ধনকে বণ্টন করতে হবে ব্যক্তিবিশেষের লাভের দিকে দৃষ্টি রেখে নয়, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে। সোভিয়েট রাশিয়া তাই বহু বিবেচনা ক'রে অনেক মাথা ঘামিয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট আথিক পরিকল্পনা তৈরী ক'রেছে এবং এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছে। তার ধনোৎপাদন এবং ধনবণ্টন খাপ-ছাড়া নয়। সমস্তের মূলে রয়েছে Service of Man. সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সে জমিকে ব্যক্তির অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সমাজের সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে, জমিদারী এবং মহাজনী প্রথার মূলে কুঠার হেনেছে। তৃতীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব (Political revolution)। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রের হালে যাঁরা আজ ব'সে আছেন তাঁরা কেউ ক্যাপিটালিষ্ট নন। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রে ধনকুবেরদের আধিপত্য; রাশিয়ার রাষ্ট্রে আধিপত্য করছে সর্ব্বহারার দল। গ্রন্থকারদের মতে ধর্ম্ম-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব এবং রাষ্ট্র-বিপ্লব—এই তিন বিপ্লবের সফলতা রুষ-বিপ্লবের মধ্যে।

চারিদিকে প্রশ্ন উঠছে, রাশিয়ার এই যে নব সভ্যতা—যা লাভ করবার প্রবৃত্তিকে ক'রেছে বর্জ্জন, বেকার সমস্যার ক'রেছে সমাধান, সমাজের সকলে যাতে সমভাবে সম্পদ ভোগ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনাকে অনুসরণ ক'রে ধনোৎপাদনে হ'য়েছে ব্রতী এবং তার জন্য জমিদার ও মহাজনদের ক'রেছে উচ্ছেদ—এই সভ্যতার জয়যাত্রা কি সত্য সত্যই সাফল্যমণ্ডিত হবে? সিডনে এবং বিয়াট্রিস্ ওয়েব জোরের সঙ্গে বলেছেন Our own reply is: "yes, it will". But how, when, where, with what modification, and whether through violent revolution or by peaceful penetration, or even by conscious imitation are questions we cannot answer.